Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

‘লালফিতে’ : এক সময় সমস্যার বন্ধন

পাপিয়া নন্দী

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/8_Papia-Nandi.pdf

সারসংক্ষেপ: ‘লালফিতে’ উপন্যাসে এক সরকারি প্রশাসনিক দপ্তরে একজন নতুন কর্মচারী ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার পূর্ণ বাসনায় জীবনের নানা অজানা-অচেনা অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ করতে থাকে। তারই দৃষ্টিতে দপ্তরের ভেতরের নানা কুটিল জটিল ঘটনার ছবি দেখা যায়। একটা সরকারি ফাইলে যে কত ঘটনা, কাহিনি, কত জীবন বিধ্বস্ততা রক্ষিত থাকে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই ‘লালফিতে’। সাধারণ মানুষেরা বাইরে থেকে কোনো কিছুই জানতে পারেনা। সরকারি দপ্তরের ভিতরে দিনরাত কত বদল কত কাহিনির অসমাপ্ত দিনলিপি বাধা পড়ে থাকে কোনো কিছুই জানে না। সরকারি জমি অধিগ্রহণ হোক বা ট্রেনিং অসমাপ্ত করে কাজে ঢুকে ভুল করায় হোক এরকম হাজারো হাজারো বিষয় সাধারণ মানুষের লোকচক্ষুর আড়ালে ঘটে থাকে দিন-রাত। সেই সঙ্গে কত মানুষের সঙ্গে যে কত রকম সম্পর্কের জটাজাল তার হিসেব মেলা ভার। নারীদের সুরক্ষা নারীদের নিজেদেরই করতে হয় তার ভার অন্য কেউ নেবে না। নারীদের যৌন হেনস্থা, নির্যাতন, মানসিক অত্যাচার এ সমস্ত কিছু থেকেই তাদের বাঁচাতে শক্ত হাতে নিজেদেরকেই লড়াই করতে হয়। এরকম হাজারো সমস্যার না সমাধানের ফাঁসের বাঁধন এই লালফিতে।

সূচক শব্দ: সরকার, কর্মচারী, সময়, জটিলতা, সমস্যা, লালফিতে, জীবন, ফাঁস

‘বল যার ভারত তার’ একথা আমরা সকলেই জানি। আমাদের মানব সমাজে ‘রামায়ণ’-‘মহাভারতে’র সময়কাল থেকেই অর্থাৎ সেই প্রাচীনকাল থেকেই এই কথা প্রচলিত হয়ে আছে। বলা যায়, যে যত ক্ষমতার অধিকারী, তার জোর তত বেশি। সাধারণ মানুষ থেকে স্তরবর্তী কর্মচারী সকলেই এর ভুক্তভোগী। মনে পড়ে সেই ‘দুই বিঘা জমি’র কথা? জমিদারের দাপটে সামান্য চাষী ভিটে মাটি ছাড়া হয়ে শূন্যালয়ে গিয়ে বাস করে। যদি আমরা পুরাণের দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের সময়ের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে ব্রাহ্মণরা তথাকথিত নীচু শ্রেণির মানুষদের উপর নিজেদের আধিপত্য জাহির করত। আজকের দিনেও তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। শুধু ধরন বদলে গেছে এখন যেহেতু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সেখানে যে বা যারা চেয়ারে বসে তারা পরিচালনা করে দেশ বা রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রের কর্মচারী সাধারণ মানুষ সেখানে উচ্চ-অধস্তরের সকল কর্মচারীই প্রশাসনিক নির্বাহের কাছে বাধ্য থাকে। সরকার আর কর্মচারী এই দুটি শব্দই আমাদের খুব পরিচিত। সাধারণ মানুষের নানা সুবিধা অসুবিধা সামনে দিয়ে যেতে হয়। নানা সরকারি কর্মের সময়ের দুর্বিপাকে অনেক সময় আবার মানুষকে ক্ষতির মোকাবিলাও করতে হয়। ‘বল যার ভারত তার’ এই কথার সারমর্ম আমরা সেই ‘মহাভারত’ থেকে পেয়ে আসছি ঠিকই বুঝে আসছি ঠিকই কিন্তু বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও এর সত্যতা এক বিন্দু ও মিথ্যে হয়নি। বরং আরো বেশি দৃঢ় হয়েছে।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লালফিতে’ উপন্যাসে দেখা যায় নানা সরকারি জটাজালের উপরিস্থিত কর্মচারীদের আদেশ লেফামাতে অধস্থন কর্মচারীদের এমনকি সাধারণ মানুষের অবস্থা কেমন হয়। এই উপন্যাসটি যেন সরকারি কর্মক্ষেত্র কর্মচারীদের এক সদৃশ্য চিত্র, বলতে গেলে সরকার সমাজচিত্র। একজন নতুন কর্মচারীর শিক্ষানবিশ অবস্থায় দেখাশোনার আশ্চর্য দলিল এই উপন্যাস; যাতে কত কর্মচারীকে হেনস্থা হতে হয়, মানসিক চাপে বদলি নিতে হয়, নিতে হয় ভলেন্টিয়ারি রিটারমেন্ট। এরকম হাজারো সমস্যা হাজারো

জটিলতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জীবন। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো এমন কিছু ঘটনা জীবনে সমাজে ঘটে যা থেকে মুখ থুবড়ে যেতে হয়, মিলিয়ে যেতে হয় অমলিন দক্ষ জীবনের বাস্তবতার চোরাকুঠরির অন্ধকারে।

সরকারি নানা কর্মকর্তারা উচ্চ পদস্থদের কাছে বাধ্য, বলতে গেলে নিয়মের কাঠামো সময়ের কাঠামো তাদের বাধ্য রাখে। এতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় সাধারণ মানুষ। এমনি এক সরকারি কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটের দলিল ‘লালফিতে’ যার বন্ধনে বাঁধা হয়ে থাকে হাজার হাজার ঘটনা হাজার হাজার সময়। সময় যেন এখানে আটকে থাকে যার হিসেব মেলা ভার। এমন কেউ যদি ভিতরে থেকে সেই জটাজালের ফাঁস খুলতে চেষ্টা করে তাহলে অসংখ্য উইপোকাতে তাকে একেবারে বেঁধে ফেলে অর্থাৎ ‘স্থিতাবস্থস্য ন্ গতস্য’। গতি সেখানে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লালফিতে’ উপন্যাসটি কোনো বস্তাপচা দলিল নয় আধুনিক সময়ের পাক্-কথন, যার সত্যতা বন্ধনে আমরা নিরপেক্ষ। অতি পরিচিত কবিতাংশ আমাদের ভাবিয়ে তোলে — ‘সে নাম দিওনা এরে দিই পরিচয়’। সত্যই উপন্যাসের নাম শুধু নাম নয় যার গর্ভতলে থাকা কাহিনি যেন এর পরিচিতি হয়ে উঠেছে। শুধু নামের আবডালে থেকে নেই ‘লালফিতে’। সে হয়ে উঠেছে আপন বর্ণনার মহিমাতে মহিমান্বিত। যতই বলি যেন কম পড়ে যায়। এ যেন আমার আপনার জীবনের সমাজের ঘরের বাইরের তথ্যচিত্র নয় তত্ত্বচিত্র, যা দর্পনান্বিত হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজের সামনে।

১

জীবন শুরুর প্রথম অধ্যায়

কাহিনির নায়ক ঋক্ ব্যাংকের কেরানি গিরির সুখের চাকরি ছেড়ে দিয়ে জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা লাভের আশায় অজানা-অচেনা এক মফঃস্বলের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যায়। জীবনে যা কিছু দেখি শুনি সবকিছুই আমাদের জীবন পথের শিক্ষার সূচক হয়ে থেকে যায় আজীবন কাল। যেটা ভালো সেটাকে আমরা জীবন পথের পাথেয় করি। আর যেটা খারাপ তাকে ইতিহাসের সাদা পাতায় রঙহীন কালিতে লিখে রাখি। ঋক্ পুরানোকে ছেড়ে দিয়ে নতুনের দিকে পা বাড়ায়। আরো উন্নতির আশায় ব্যাংকে কেরানির চাকরি থেকে প্রশাসনিক দপ্তরে ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া অনেক বেশি সম্মানের ও অর্থকরী এই আশায় চড়ে বসে জীবন পথের যন্ত্রযানে। কিন্তু সে এটা জানে না যে সেই ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার পথে কত ধরনের মানুষ ও তার কার্যকলাপ প্রশাসনিক নানা কর্মকাণ্ড তাঁকে অবাক করবে। তাই সেই চলার শুরুতেই বন্ধুদের সতর্কবার্তা তাঁকে হতচিত করে দেয় — “জনসাধারণের থেকে সাতশো মাইল দূরে দিয়ে হাঁটতে হবে তোকে। পুলিশরা যেমন একটা আলাদা জাত হয়ে যায় তেমনি আমলারাও এক আলাদা জাত।” কাহিনির নায়ক ঋক্, তার জীবনে এগিয়ে যায় সমস্ত ভাবনা-চিন্তাকে দূরে সরিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার একরাশ বাসনায়। বাইরে থেকে সর্ষে বাড়ি যত ঘন মনে হয় কাছে গেলে তার ঘনত্বটা অনুভব করা যায় না।

জীবন যা প্রয়োজন আমাদের করিয়ে নেবেই কোনো কিছু তাকে আটকে রাখতে পারবে না। তাই গভীর অন্ধকারে রাতের থাকার আস্তানা খুঁজে নেয় বাসের ছাউনিতে। হৃদয় দিয়ে আপন করে ভালবেসে থাকলেও এমনকি অসময়ের সময় পাশে থাকলেও তার কোনো ভার না রেখে নিজেকে সরিয়ে নেয় কাজের জায়গায়। এই আত্মীয়তা বোধকে জাগিয়ে রাখলে অন্দরমহলের লুকোনো ভাবকে বুঝতে পারতো না। তাই প্রেমিকাকেও পিছনে ফেলে আসতে হয়েছে তাকে। প্রথমদিনের শূন্যতাভরা দৃষ্টি কিছুটা হতাশ করলেও ভট্টাচার্যদার সাহচর্য তাকে মনের জোর দেয়। নতুন জায়গার নতুন অভিজ্ঞতার ফসল কুড়ানোর নেশায় বিভোর থাকে। শিক্ষানবিশ হিসেবে প্রবেশ যেন সার্থক হয়ে ওঠে তার জীবন সংঘাতে। সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন — “ফুল জমতে জমতে হয় পাথর / মালা জমতে জমতে হয় পাহাড় / ফুলগুলো সরিয়ে নাও আমার লাগছে।” এই কবিতাংশ লেখক তথা কথকের ক্ষেত্রে কিছুটা সত্য। কারণ সে নতুন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যে শিক্ষা শুরু করেছিল তার নানা তিক্ত মধুর ঘটনার অভিজ্ঞতা শিক্ষার জ্ঞানকে মজবুত করেছিল ঠিক, তার পাশাপাশি মর্মাহত করেছিল হৃদয়কে। কোনো বিডিও অফিসারকে অকারনে জেলে যেতে হয় আবার কখনো বা সামান্য কাগজ চুরির দায়ে চাকরি হারাতে হয় দরিদ্র এক পিওনকে। এক পরিবারের জমি অধিগ্রহণের টাকা নিতে আস্তে আস্তে পায়ের জুতো ছিঁড়ে

যাওয়ার অবস্থা এমনি নানা ঘটনার সমাহার এই উপন্যাস।

'হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু হাতে ভরো' এরকম যখন টালমাটাল পরিস্থিতি সে সময় নায়ক নিজেকে স্থির রেখেছে কখনো বিচলিত হয়নি যথার্থ শিক্ষানবিশের মতোই শিক্ষা নিতে থাকে সেই সঙ্গে চারিদিকের পরিবেশ থেকে মানুষজনদের থেকে জীবনের ঝুলি পূর্ণ করেছে। তাতে হয়তো কখনো মাথা নেমেছে লজ্জায় কখনো অবাক হয়েছে কখনো আবার গর্বে মন ভরেছে। প্রথম প্রথম ঋক্ ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো ছটফট করেছে কলকাতা ছেড়ে এই মফস্থলে পরিবেশে। কিন্তু সময় তাকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। নতুন অভিজ্ঞতা লোভ তাকে আরো উৎসুক করে তুলেছে। নানা দুরবস্থার সময় একমাত্র আশ্রয় প্রেমিকা বিপাশাকে চিঠি লেখা এবং তার চিঠির কথা ভাবা তার কথা ভাবা যেন কল্পনাতে স্পর্শ পেতে চাই প্রেমিকার।

২

অন্দরমহলের কথকতা

"নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান / বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান" — অতুলপ্রসাদের এই গান প্রতিমুহূর্তে যেন বাজতে থাকে কথক মনে। তাই প্রশাসনিক অন্দরমহলে প্রবেশের পর থেকে নানা জনের নানান ইচ্ছে, ফরমাস, মতামত, ভঙ্গিমা তাকে সচকিত করে তোলে। তার মধ্যে সিনিয়র ভিসি রূপে যার সাক্ষাৎ পায় সেই ভট্টাচার্যদা যেন বটবৃক্ষ, সবার মুশকিল আসান হয়ে হাসিমুখে সততার সঙ্গে পাশে থেকেছে। যেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। প্রশাসনিক দপ্তরের কাঠামোকে অনেক ঘুণপোকা ধরে ঝাঁঝরা করলেও একটি কাঠামো ভালো আছে। আমার মনে হয় এই কাঠামোটা হয়তো অনেক দিনের পুরানো। যেমন ভাবে পুরানো চাল ভাতে বাড়ে বলে একটা কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে তেমনি একটা রূপ। আসলে ভট্টাচার্যদা অনেক দিনের পুরানো কর্মচারী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ তাই সম্মান যেমন পায় তেমন ভয়ও পায় অনেকেই কিন্তু ভট্টাচার্যদা কাউকেই তোয়াক্কা করে না সে নিজের সততার কাছে পরিশুদ্ধ থাকে। অন্যায়কে অন্যায় বলতে দুবার ভাবে না। তাই গল্পকথক এক অর্থে নায়ক ঋক্ তার একচ্ছত্র ভরসার আসনটিতে তাকে বসিয়ে রাখে।

নতুন জীবনের প্রাক্ মুহূর্তে সুযোগ পেয়ে মানুষকে ঠকানোর যে দৃশ্য তা যেন উপন্যাসের গভীরে এক অর্থে সমাজের গভীরে এক ভাবমূর্তিকে দিব্যলোকে উন্মোচিত করে দেয়। "সাত টাকা। ঋক স্তম্ভিত হয়ে গেল রিক্সাওয়ালার নির্লজ্জতায়। কলকাতা থেকে এতক্ষণের বাস জার্নিতেও তো প্রায় এরকম ভাড়া। আরেকটু রিক্সা চড়েই... ।" সীমার মধ্যে অসীম একটা কথা জানেন তো? যা বেশি মনে হলেও বাধ্য হয়েছে দিতে সময়ের পাকে। সামান্য টাকার সীমাপার করতে পারলেই তো তার জন্য অপেক্ষা করছে এক অসীম অন্ধকারাচ্ছন্নতার মধ্যে আলোর রোশনাই। অগুন্তি কাজের অভিজ্ঞতার টিমটিমে আলো যার লোভও আছে কিন্তু ভয়ও আছে। যে ভয়কে জয় করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে, সেই তো যথার্থ। তাই নানাজনের নানা অত্যুক্তিপূর্ণ কথাকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনেই প্রশাসনিক দপ্তরের চরৈবেতির দিকে এগিয়ে গেছে। "শেষকালে তুমিও সরকারি গোয়ালে ঢুকলে" এতখানি অবজ্ঞা সূচক বাক্য যখন কারুর কণ্ঠ থেকে উদ্গত হয় তখনি বুঝতে হয় এই প্রশাসনিক চত্বরে কেমন পরিবেশ। কথায় আছে যে — "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ" প্রশাসনিক চৌহদ্দি যেন তারই এক রূপ তবুও যারা থাকেন হয়তো অনেকেই দৈত্যকূলে প্রহ্লাদ, যেমন ভট্টাচার্যদা, মুখার্জি সাহেব। আবার কেউ পুরনো আদলকে বাঁচাতে নিজের আমিত্বকে বাঁচাতে চাকরি জীবনের শেষ মুহূর্তে ভলেন্টিয়ারি পদত্যাগ করে, এতে সে আমিত্বকে বাঁচিয়ে রাখে। একজনের পদত্যাগ বুঝিয়ে দেয় সরকারি কর্মস্থলে কারোর ব্যক্তিগত ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনো মূল্য নেই। বৈদ্যনাথ বাবু ব্রিটিশ আমল থেকে এই সরকারি মহলে চাকরি করছে তাই সেই সময়ের ভাষা জ্ঞান ধ্যান-ধারণাকে বজায় রেখে চলেছে আজীবন কাল। কিন্তু সে হয়তো জানে না আধুনিক সময় পুরনোকে আগলে রাখতে চায় না, ঝেড়ে ফেলতে চায় কিংবা নিজেকে পরিবর্তন করতে হয় সময়ের সঙ্গে। বৈদ্যনাথ বাবু নিজেকে পরিবর্তন করে নিজের আমিত্বকে সে নষ্ট করেনি সকলের সামনে বুঝিয়ে দিয়েছে যে উপর মহলের ইচ্ছেই সব নয়, নিজের নিজত্বটুকুও বাঁচাতে হয়। কিছু কিছু সময় তার

জন্য যদি ত্যাগ করতে হয় টাকার লোভ তাতেও পিছপা হয় না কখনো বা সদ্য যৌবনা তরুণী অফিসার কেউ তার যুবক জেলা শাসকের মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হতে নিজেকেই বদলি করে নেয় অন্য অফিসে। এ যেন এক পাশা খেলার ঘুটি উপর মহল যেমন নাচাবে তেমনি নাচতে হবে আর তা না চাইলে কাউকে চলে যেতে হবে অন্যত্র আবার কাউকে চাকরি ছাড়তে হবে। আবার কোনো নিরপরাধ অফিসারের জীবন জেলের অন্ধকারে কাটাতে হবে।

অন্দরমহলে যেমন নানা সমস্যা তেমনি এর বাইরেও জনসমাজে হাজারো সমস্যা দেখা দেয়। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে একদল সন্ন্যাসী ও সাঁওতালদের বিদ্রোহ যেন সেই সামাজিক লড়াইকে দেখায়। এই বিদ্রোহ যেন একটা রূপক দপ্তরের মধ্যিখানে যেন দুই দলকে প্রকাশ করতে চাইছে একদল কেড়ে নিতে চায় জোর করে আর অন্য দল নিজের সততা বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখতে চায়। সন্ন্যাসীরা বারবার জমিদারের কাছ থেকে কম টাকায় জমি অধিগ্রহণ করে ভাগচাষি সাঁওতালদের পেটে লাথি মারে। সরকারি আইন আদালতের উপর কর্মকর্তাদের উপর ভরসা করে সাঁওতালরা। তাই শত অন্যায় সহ্য করেও তারা সন্ন্যাসীদের আক্রমণ করে না বারবার ছুটে গেছে বিজয়পুর ব্লকের বিডিও অফিসারের কাছে একটু সুরাহার জন্য কিন্তু সেই অফিসারও উপরমহলের কাছে কোনো সাহায্য না পেয়ে ব্যর্থ হয়েছে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে তাই তাকেও জেলে যেতে হয়েছে। ‘জোর যার মুলুক তার’ এই প্রবাদ বাক্যই সত্য। এ যুগে যেই সত্যের পথে ন্যায়ের পথে থাকবে তাকেই শেষ হতে হবে। ভালো করতে যাওয়া সকলকে দমে যেতে হয় পারিপার্শ্বিক চাপে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের চাপে। বিজয়পুর ব্লকের বিডিও অফিসার ন্যায় করতে গিয়ে নিজেই গারদের পিছনে দিন কাটায় আবার নতুন শিক্ষানবিশদের শিক্ষা পূর্ণ না করেই কাজে নিযুক্ত করে। সময় হয়তো মানুষকে উপর মহলকে বাধ্য করে পরিস্থিতি অনুসারি কর্ম করতে। তাই আমরা সবাই সময়ের পাকে সময়ের আদেশে চলতে বাধ্য হই।

৩

অম্ল মধুর

মানুষের মন সবসময় একই জিনিস একই বিষয় একই কথা কোনো কিছুই নিতে পারেনা অর্থাৎ একঘেয়েমি কোনো বিষয়েই তাদের কাছে আনন্দের স্ফূর্তির নয়। তাই মাঝে মধ্যেই রং বদলের প্রয়োজন হয় সেটা জীবনের ক্ষেত্রেও কিংবা কাজের ক্ষেত্রেও বা ইচ্ছের ক্ষেত্রেও। তাই এই ‘লালফিতে’ উপন্যাসের কাহিনির মধ্যেও নানা সরকারি জটিল বিষয় দেখতে দেখতে বুঝতে বুঝতে কথক পাঠক সকলেরই মন অশান্ত। যে পরিবেশে উপস্থিত হয়েছে সেখানে তো এগুলো নিরবধি কাল ধরে চলতে থাকা তাই মন চাই অন্যকিছু রোমান্টিকতা যেখানে একটু বিশ্রাম পাওয়া যায়।

জীবনকে নেভানোর জন্য একজন সঙ্গী আমাদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন হয়। ঋক্ বিপাশার সম্পর্ক, সব্যসাচীর নারীর সৌন্দর্যের দুর্বার টানে অন্য বিভাগে নানা অছিলায় ছুটে যাওয়া নবীন জেলা শাসকের জীবনের আস্বাদ মেটাতে তরুণী এসডিওকে তিতিবিরক্ত করা আবার একজন প্রবীণ কর্মকর্তা ও বিবাহিত নারীর সম্পর্কের টানাপোড়েনের ঘটনা উপন্যাসটির দিকমহল কিছুটা রঙিন করে তোলে। পাঠকের যখন প্রশাসনিক নানা কর্মকাণ্ড দেখতে দেখতে নাজেহাল অবস্থা সে সময় ক্ষণিক মনের শান্তির জন্য অম্ল মধুর সম্পর্কের দোহাজালের বুনন তাদের শান্তি দেয়। রাজনৈতিক শাস্ত্র থেকে বেরিয়ে জীবনের রসায়ন শাস্ত্রের অনুভূতি পাঠক মনকে উৎসাহিত করে। যেমনভাবে ‘রামায়ণে’ রামের মানসিক চাপকে শান্ত করতে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে ঋতু বর্ণনা করে বিলাসী মনকে জাগায় ঠিক তেমনভাবেই প্রশাসনিক হাজার হাজার সমস্যার মধ্যে ভোটের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে একমাত্র প্রেমিক সত্তায় ক্লান্ত হয় না। একটু প্রকাশের সুযোগ পেলেই তার স্ফূরণ ঘটে। ঋকের বিপাশার পত্র লিখন যেন নিয়ে যায় সেই মেঘদূতের সময়ে। সেই যক্ষের মেঘকে দূত করে পাঠানোর সময়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে বর্তমান ভারতবর্ষের সঙ্গে মেঘদূতের সময়কালের ভারতবর্ষের অনেকখানি ব্যবধান আমরা কল্পনাকে সেখানে পাঠাতে পারি মাত্র। গল্প নায়কের এই পত্র লিখন সেই বিরহী যক্ষের বিরহ ব্যথার মাঝে এক টুকরো মিঠে রোদ, যা তার জীবনের আলো। কিন্তু সময় বড়ো নিষ্ঠুর তাই তাকে জোর করে প্রেমের বাঁধনে বেঁধে রাখা যায় না।

সদ্য বিবাহিত শিক্ষানবিশ বিপিনের অন্তর্জ্বালাও মেটাতে পারে না। রূঢ় জেলাশাসকের কঠিন সিদ্ধান্তে তার শনিবারের অভিসার যাত্রাও বন্ধ হয়ে যায়।

'লালফিতে' উপন্যাসটিতে লেখক সরকারি মহলের বিচিত্র ছবি দেখাতে ব্যস্ত ছিলেন সেখানে প্রেমের ছায়াছবি কাহিনির অন্য এক মেলবন্ধন ঘটায়। মনের যোগ সংযুক্ত করে পরিস্থিতির উষ্ণতা কোলাহলকে ঠিক করতে কোনো কোনো প্রেমাভিসার প্রেমকথনকে প্রকাশ করতে হয়। "এমন দুর্দান্ত রকমের রূপসী বলেই গোটা কালেক্টরের স্টাফ তাকে আড়ালে আবডালে ভূষিত করেছে আগুন বরণী এই শিরোপায়। বস্তুত এই আগুন বরণীর টানে টানেই আজ সাত সকালে সব্যসাচীর জুডিশিয়াল মুন্সিখানা সেকশনে অভিযান।" অন্যদিকে প্রৌঢ় বয়স্ক রায়গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে নতুন টাইপিস্ট মহিলার অন্তরঙ্গতা সানু বোস ডি.এম-এর মধুরতা যেন তিন শিক্ষানবিশ ঋক্, বিমান, সৌমেনের শিক্ষাকালীন মধুর অভিজ্ঞতা। সময়ের ফাঁকে তারা এসব নিয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। আসলে তারা মজার খুশির মধ্য দিয়েই জীবনকে সময়কে কাটাতে চায়। অনেক সময় কিপটে ট্রেজারি অফিসার মুখার্জি সাহেবের কাছে খাওয়ার জন্য ছলনা করে তার নামে ধারবাকি করে নস্যি খেয়ে নেয়। চার্বাকরা বলেছে — "যতদিন বাজবে সুখে বাঁচবে ঋণ্ করে ঘি খাবে।" বিমান-সৌমেনের কাণ্ডকারখানা সে অন্যের নামে ঋণ করে নস্যি খেয়ে তার এক অন্য অনুভূতি উপভোগ করে। এতে স্পষ্ট হয় যে শুধু কাজ রাজনৈতিক দামামা প্রশাসনিক নানা কাজের মধ্যেও যেন খুশি টাকে খুঁজে নিতে হয়। সবকিছুই সময় ও ইচ্ছার বাঁধন। তাই সৌমেনের নারী বিরক্তি ও একসময় নারীবিলাসের সুখের আনন্দ দেয়। বিয়ের জন্য সে গোপনে মেয়েও দেখে আসে। নানা জটিল কুটিল সময় সমস্যার মধ্যেও আনন্দকে বাঁচিয়ে রাখায় জীবন। উপন্যাস থেকে যেন এটাই শিক্ষা পাই জীবনে আনন্দ খুশি না থাকলে সকল মানুষই ব্যর্থ।

'মধুরেণ সমাপয়েৎ' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে জনসমজে। এই উপন্যাসের সূচনা যতটা আশামূলক হয়েছিল কাহিনি শেষে ততটাই যন্ত্রণাদায়ক। একে একে ভিতরের ফাঁপা অংশটি মহীরুহর রূপ ধারণ করে। বিমান-সৌমেন-ঋক্ যেখানে নতুন ম্যাজিস্ট্রেটের শিক্ষা নিচ্ছিল সেখানে তাদের হঠাৎই চাকরিতে নিযুক্ত দেওয়া যেন ভীতিপ্রদ। কারণ তারা তো এখন কাজের সূচনাংশই শেখেনি। কীভাবে প্রশাসনিক একটা পদের দায়িত্ব সামলাবে! ভুল তো তাতে হবেই। লালফিতে বাঁধনের জটাজাল সম্পূর্ণ না খুলেই সেই বাঁধনে বাঁধা পড়ে যায়। নতুন বিডিওর চাকরিতে তাদের যে আরো কত বাঁধন দিতে হবে কত ফাইল বাঁধা পড়ে থাকবে ঘুপচি ঘরের কোণে, যার সন্ধান দেওয়া, ফাঁস খোলা তো দূরের কথা তারা তখন তার বাঁধনেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। তাই 'লালফিতে'র বাঁধন আছে থাকবে। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরো ফাঁস পড়তে থাকবে আরো ফাইন জমা হতে থাকবে, যার গতি অবাধ অনন্তর। তার কোনটা ভালোর সফলতার ফাইল আবার কোনটা দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানের ফাইল। এভাবেই এর ভাব জেগে থাকবে নিরন্তর নিরবধি কাল অবধি।

গ্রন্থঋণ:

১. তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'লালফিতে', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪০৪
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রাচীনসাহিত্য', বিশ্বভারতী প্রকাশনী, কলকাতা

লেখক পরিচিত: পাপিয়া নন্দী, প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ।